প্রথম আলো

তারিখ ..... 8 MAR 2009
পৃষ্ঠা ..১৭.. কলাম ...১.....

মেডিকেল শিক্ষাঙ্গন ■ মো. শফিকুল ইসলাম

সব অনিয়মের তদন্ত হওয়া জরুরি

অনেকেই যেমন স্বপ্ন দেখে, আমিও সে রকম স্বপ্ন দেখতাম চিকিৎসক হওয়ার। একটা সময়ে আমার ভেতর যেন স্বপ্নটা কেবল চিকিৎসক নয়, চিকিৎসক-শিক্ষক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার পর্যায়ে রূপ নেয়। এ দেশে মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়েছে প্রচুর; কিন্তু সে অনুপাতে শিক্ষক নেই। আমাদের মেডিকেল কলেজে ছাত্রজীবনে যেসব শিক্ষকের দেখা পেয়েছিলাম, আজকাল তা কল্পনার বিষয়। আমি তাই ভাবতাম মেডিকেল শিক্ষায় পরিবর্তন আনতে হলে কেবল চিকিৎসক নয়, চিকিৎসক গড়ার 'কারিগর' হতে হবে। আমি সে হিসেবেই নিজেকে প্রস্তুত করি। সে পথ ধরে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটাও অর্জিত হয়। আমার ইচ্ছে সত্ত্বেও মেডিকেল কলেজে নিয়োগ পাইনি। মেডিকেল কলেজে নিয়োগ পেতে হলে রাজনৈতিক সংগঠনের সমর্থক চিকিৎসক সংগঠনের সদস্য হতে হবে। আমি ছাত্রজীবনে কোনো ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইনি। আমার কাছে পাঠ্যপুস্তকের জগৎটাই বড় মনে হতো।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গ্রেডেশন লিস্টের পিচ্ছিল অবস্থানে আমার নাম বিভিন্ন সময়ে ওঠানামা করেছে। ফলে আমার জুনিয়র অনেকে শিক্ষক হলেও আমি হতে পারিনি। ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আমি শিক্ষক হিসেবে মফস্বলের এক মেডিকেল কলেজে নিয়োগ পাই। তার কিছুদিন পর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ সরকার। বিএনপি শাসনামলে সৃষ্ট অনিয়মের জট ছাড়াতে মনোনিবেশ করে ওই সরকার। মেডিকেল শিক্ষার জগতে সৃষ্ট অনিয়মের প্রতিকার করতে গিয়ে দলীয়করণের নতুন উপসর্গ তৈরি হয়।

২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের পর সারা দেশে মেডিকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় পরিচয়ে শিক্ষক বদলি ও নিয়োগে তোলপাড় ঘটে। দলীয় নিয়োগদানের পথ সুগম করার লক্ষ্যে কোনো শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নয়, ১২ বছরের চাকরির শর্ত ধরে সরাসরি সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগদানের বিস্ময়কর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় জাতীয় দৈনিকে। ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অল্প দিনের ভেতর নিয়োগদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ওই নিয়োগকালে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের চিকিৎসকদের সংগঠনের সদস্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সংগঠনের মহাসচিব কনসালট্যান্ট থেকে অধ্যাপকে রূপান্তরিত হন। আমি দেখতাম আমার সহকর্মীদের অনেকেই রাজধানীতে এসে ওই সংগঠনের মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করে পিএসসির পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

জোট শাসনামলে বেশ কয়েকবার মেডিকেল কলেজে শিক্ষক পদে পিএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সব পরীক্ষার বদৌলতে আমার ছাত্ররা আমাকে ডিঙিয়ে আমার সিনিয়র হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেছে। আমি অবাক দৃষ্টিতে তা লক্ষ করেছি। আমার অবস্থান দেখে ওই সময়ে ক্ষমতাসীন দলের চিকিৎসক সংগঠনের এক নেতা আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে বলেছিলেন তাঁদের সংগঠনের সদস্য হতে। আমি বিনীতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমার অবস্থান দেখে হয়তো তাঁর খারাপ লাগত। আমাকে একপর্যায়ে প্রস্তাব দেন, 'চলুন, আমাদের মহাসচিবের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই।' জগৎ-সংসারের আর দশটা মানুষ থেকে আমি একেবারে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী নই। নিজের সংসার, সমাজজীবন ইত্যাদি আমাকে যে মাঝেমধ্যে দুর্বল করত না, তা নয়। তাই একপর্যায়ে আমি মহাসচিবের সঙ্গে সদস্য না হওয়ার শর্তে সাক্ষাতে রাজি হই।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগে ওই নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। আমি আমাদের এলাকার সাংসদের বাড়িতে যে ধরনের ভিড় দেখেছি, ইউরোলজি বিভাগের ভিড় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাকে নিয়ে আমার কলেজের নেতা মহাসচিবের কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁর ব্যস্ততা ও নির্দেশনামূলক আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। মেডিকেল কলেজের একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রের সামনে তাঁর অবস্থান কোন পর্যায়ে হওয়া উচিত, আমি তা মেলাতে পারিনি। জোটের শাসনামলের পুরোটা সময় ওই মহাসচিব ও হাওয়া ভবনের আশীর্বাদ লাভের অসংখ্য উদাহরণ মেডিকেল শিক্ষার জগতে আছে।

আমার মতো যাঁরা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার বাইরে অবস্থানের পক্ষে, তাঁরা ওই শাসনামলের পরিবর্তনের বিকল্প কিছু ভাবতে পারতেন না। সে কারণে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে যেকোনো সংগ্রামের প্রতি স্বতঃপ্রণোদিত সমর্থন ব্যক্ত হতো। এক/এগারোর পরিবর্তন তাই আমাদের আন্দোলিত করেছিল। দলীয় নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণে তাঁর অসহায়ত্বের ভেতর যেন আমাদের বিজয়ের আনন্দের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলাম। মেডিকেল শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের সক্রিয় রাজনীতি বন্ধের বিভিন্ন উদ্যোগ, বক্তব্য আমাকে উদ্দীপ্ত করত। ভাবতাম, হয়তো অন্তত পক্ষে শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাজগতে রাজনীতির নামে সৃষ্ট ঘৃণ্য তৎপরতার অবসান হবে।

একই সঙ্গে আতঙ্কিত থেকেছি যে এ দুর্ভাগা দেশে সব বক্তব্যই কথার কথায় পর্যবসিত হয়। দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি উচ্ছেদের নামে নতুন করে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অনুষঙ্গ না যোগ হয়ে যায়! নব্বই-পরবর্তী সরকারের সৃষ্ট অনিয়মের উচ্ছেদের কথা বলে ছিয়ানব্বইয়ের নির্বাচিত সরকারের শাসনামলে নিয়োগ-বদলিতে দলীয় প্রভাব বেড়েছিল। সেই উদাহরণ টেনে জোটের শাসনামলে দলীয়করণ মহীরুহে রূপ নেয়। এসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত যাঁরা তাঁরা আমেরিকার উদাহরণ টানেন। হোয়াইট হাউসে নাকি সরকার বদলের সঙ্গে জনবল বদল হয়। কাজেই সরকারের সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের জন্য নাকি প্রয়োজন দলীয়করণ! আমাদের দেশে অফিস-আদালতে তাই চলে দলীয়করণের অলিখিত প্রয়াস।

নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর একশ্রেণীর সমর্থক এদিকে উৎসাহী হয়ে পড়ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের মতো স্বাস্থ্য সার্ভিস নিয়ন্ত্রণের মানসিকতা আবার তৈরি হোক, তা সাধারণ চিকিৎসকেরা চান না। সাধারণ চিকিৎসকদের মতো মেডিকেল শিক্ষার জগতে শিক্ষকতার আদর্শ আঁকড়ে থাকা, দীর্ঘকাল অধিকারবঞ্চিত শিক্ষকেরাও চান না। দিনবদলের সনদ ঘোষণার সরকারকে দিনবদলের প্রক্রিয়াতেই দেখতে চাই। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনের প্রতিনিধি। এ সংগঠনের প্রতি রয়েছে সাধারণ মানুষের অন্তর্জাত সমর্থন। মেডিকেল শিক্ষার জগতে জোটের শাসনামলে সৃষ্ট সব অনিয়মের তদন্ত হওয়া জরুরি। ওই সব অনিয়মের হোতাদের আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হোক, একই সঙ্গে যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের দলনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রাপ্য অবস্থান দেওয়া হোক—এ সরকারের কাছে তা-ই প্রত্যাশা।

● ডা. মো. শফিকুল ইসলাম: সহযোগী অধ্যাপক, চক্ষুবিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।